যুগান্তর

৫/১১/২০০৭

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

ছাত্রলীগের অবরোধে চবি অচল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ছাত্রলীগ আহূত অবরোধের প্রথম দিনেই গতকাল রোববার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়ে। কোন ক্লাস কিংবা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষক বাস চলাচল করলেও কর্মচারীদের কোন বাস চলেনি। দুটি শাটল ট্রেন বিলম্বে ক্যাম্পাসে পৌঁছালেও তাতে কোন শিক্ষার্থী ছিল না।

শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবিরের কর্মীরা চ.বি. ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ডজনখানেক নেতাকর্মীর ওপর হামলা চালিয়ে তাদের মারধর করলে ছাত্রলীগ ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। ছাত্রলীগ ছাত্রশিবির চ.বি. শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২০ জনকে আসামি করে হাটহাজারী থানায় মামলা করেছে।

ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্রলীগের অবস্থান থাকলেও আবাসিক হল ও ফ্যাকাল্টি এখনো ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রণ করছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা অবরোধের পর থেকে দলে দলে হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ সুযোগে শনিবার রাতে ক্যাম্পাসের তিন-চারটি দোকানে ডাকাতি হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ শনিবার রাতে ১নং সংযোগ সড়ক থেকে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। তবে তাদের কেউ ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থক নয়।

চ.বি. ছাত্রলীগ বলেছে, তারা অবরোধ পর্যায়ক্রমে আরও কঠোর করবে। এ ঘটনার বিচার না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে দেয়া হবে না।

তদন্ত কমিটি গঠিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শনিবারের ঘটনা তদন্তের জন্য চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. এএফ ইমাম আলীর নেতৃত্বে গঠিত এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, দর্শন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান ও প্রক্টর প্রফেসর মোঃ আবদুল হাকিম। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকালে চবি'র উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ ফজলী হোসেন এ কমিটি গঠন করেন।